জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গেজেট নং ও প্রকাশের তারিখ

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	৪-৫
২।	রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	৫-৬
৩।	বাস্তবায়ন কৌশল	৭
৪।	প্রণোদনা	৮-১০
৫।	জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উদ্যোক্তা উন্নয়ন	১১
৬।	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	১২-১৪
৭।	জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা	১৫-১৭

শব্দ সংক্ষেপ

এডিআর (ADR)	অলটারনেট ডিসপিউট রেজুলিউশন
বিআইএম (BIM)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
বিআইবিএম (BIBM)	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট
বিআইডব্লিউটিএ (BIWTA)	বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথোরিটি
বিআইডব্লিউটিসি (BIWTC)	বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন
বিএসটিআই (BSTI)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
সিআইপি (CIP)	কমার্শিয়ালি ইম্পোর্টেন্ট পার্সন
সিইটিপি (CETP)	সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধানাগার)
ডিডব্লিউটি (DWT)	ডেড ওয়েট টনেজ
আইএসও (ISO)	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন
এলসিটি (LCT)	ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ট্যাংক
এলএনজি (LNG)	লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস
এসডব্লিউপি (SWP)	স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং প্রসিডিউর
ডব্লিউটিও (WTO)	ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন

অধ্যায়: ১

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। ১৫শ থেকে ১৭শ' শতাব্দীতে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে চট্টগ্রামে বেশকিছু জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ১০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের সূচনা করে।

বর্তমানে দেশে নৌপথে ছোট-বড় ১২৫০০ অধিক সংখ্যক জলযান মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। এই সকল নৌযান তৈরিতে ২০টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও ১০০টি স্থানীয় মানের শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ড রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিপইয়ার্ডগুলো বছরে গড়ে ১০০টি জাহাজ নির্মাণে সক্ষম। দেশে বর্তমানে সর্বোচ্চ ১০০০০ DWT ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ নির্মাণ হচ্ছে। বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের একটি দীর্ঘ উপকূলীয় সীমারেখা ছাড়াও প্রায় ৭০০টি ছোট-বড় নদী রয়েছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ কি. মিটার। দেশের তিন-চতুর্থাংশ মালামাল নৌপথে পরিবহন হয়।

জাহাজ নির্মাণ একটি শ্রমঘন শিল্প।এখানে অধিক বিনিয়োগ, উন্নত প্রযুক্তি ও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। বিশ্বের অন্যান্য জাহাজ নির্মাণকারী নেতৃস্থানীয় দেশের বিদ্যমান আর্থিক বিনিয়োগ কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তুলনায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ততটা উন্নত নয়।

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চআয়ের দেশে পরিণত করার রূপকল্প স্থির করে নৌ-পরিবহনসহ ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের জাহাজ নির্মাণকারী শিপইয়ার্ডগুলো সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিক সাপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০০৮ সালে বাংলাদেশ জাহাজ রপ্তানি শুরু করে। বিগত কয়েক বছরে দেশের শিপইয়ার্ডগুলো ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে ৪০টি জাহাজ রপ্তানি করে ১৮০ মিলিয়ন ডলার আয়ের মাধ্যমে দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নয়নে অবদান রেখেছে। সরকারি সহযোগিতায় সম্ভাবনাময় এই খাতটি থেকে জাহাজ রপ্তানির মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে বার্ষিক প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার আয় এবং প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

বেসরকারি খাতসমূহের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বর্তমান সরকার সহায়তা দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি নানাবিধ উপ-খাতের সৃষ্টি, অধিক কর্মসংস্থান, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করাসহ শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

জাতীয় শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শিল্প খাতের উন্নয়নে নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সরকার সচেষ্ট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ খাতভিত্তিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করে উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত খাতভিত্তিক কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। দেশের ব্যাপক উন্নয়নে বিশেষ করে বৃহৎ প্রকল্পসমূহে অংশীদারিত্ব ও নৌ-পরিবহনের অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সহায়তাকরণে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক।

বর্তমানে সরকার সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামুদ্রিক সম্পদ অন্বেষণ ও আহরণ এই অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সমুদ্রতীর এবং তীর হতে দূরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশে সমৃদ্ধির এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং এসুযোগ ব্যবহার করে বঙ্গোপসাগরকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির কেন্দ্র স্থলে পরিণত করা সম্ভব। দেশের সম্ভবনাময় সুনীল অর্থনীতি/সমুদ্র সম্পদ এর বিপুল সম্ভাবনাকে জাহাজ নির্মাণ শিল্প (যেমন: মৎস্য সম্পদ আহরণ, পর্যটন, গবেষণা, তেল ও গ্যাস, মেরিন বায়োলজি, সাবমেরিন মাইনিং ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হবে। ইতোমধ্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্প সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে দক্ষতার সাথে অংশগ্রহণ করে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

সাগর থেকে মৎস্য আহরণে উন্নত প্রযুক্তির ফিশিং ট্রলারের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে উচ্চ প্রযুক্তি ফিশিং ট্রলার না থাকায় গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারে বাংলাদেশের জাহাজ যেতে পারে না। বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ৬৬৪ কিলোমিটার বিস্তৃত অথচ বর্তমানে মাত্র ৬০ কিলোমিটার এলাকা অর্থাৎ মাত্র ১০ ভাগ সমুদ্রসীমা ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। সমুদ্রের বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা এবং কন্টিনেন্টাল সেলফ এলাকায় মাছ শিকার কিংবা অর্থনৈতিক ব্যবহারের সক্ষমতা এখনো তৈরি হয়নি। যেখানে উন্নত বিশ্বে মাছ ধরার কাজে ২০০০ মে. টন বা তারও বেশি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফিশিং ভেসেল ব্যবহার করা হয় সেখানে বাংলাদেশের ফিশিং ভেসেলে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৩০০ মে. টন। উল্লেখ্য যে, নরওয়ের ফিসিং সেক্টরের জন্য ২০০০ (+) টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের ট্রলার ইতোমধ্যে বাংলাদেশের শীপইয়ার্ডে তৈরি হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির ফিশিং ভেসেল নির্মাণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে এ শিল্প প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ সময়কালীন সঠিক নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ শিল্পকে আরো এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন।

অতএব, জাহাজ নিমার্ণ শিল্প উন্নয়নের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন অতীব জরুরি বলে সরকার মনে করে।

অধ্যায় ২

রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

২.১ **রূপকল্প (ভিশন):** জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে একটি টেকসই এবং শক্তিশালী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা।

২.২ **অভিলক্ষ্য (মিশন):** অধিক বিনিয়োগ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০২৬ সালের মধ্যে জাহাজ রপ্তানি খাতের অবদান ৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ।

২.৩ **লক্ষ্য**

২.৩.১ সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় জাহাজ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আমদানি নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে এনে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

২.৩.২ সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এর বাস্তবায়নে গৃহিত উন্নয়নমূলক মেগা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিক সাপোর্টে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় সহযোগিতা;

২.৩.৩ অফুরন্ত সম্ভাবনাময় ও দেশ-বিদেশে চাহিদার কারণে দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নৌ পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত করে জাহাজ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানো;

২.৩.৪ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি; পাশাপাশি জাহাজ মেরামত শিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রমগ্রহণ।

২.৩.৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে একটি টেকসই শক্তিশালী রপ্তানি আয়ের উৎস হিসাবে গড়ে তোলা।

২.৪. উদ্দেশ্য

২.৪.১ বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ। প্রচলিত জাহাজ নির্মাণ ছাড়াও এলসিডি, এলএনজি ট্যাংকার, অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাংকার, রাসায়নিক জাহাজ, কয়লাবাহী জাহাজ ও গভীর সমুদ্রে খনিজ সম্পদ আহরণে/অনুসন্ধানে সক্ষম জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতা অর্জন। নৌপরিবহনে ব্যবহৃত অন্যান্য জলযান ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন বহুমুখীকরণ;

২.৪.২ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনে চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় জাহাজ উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন;

২.৪.৩ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত বিদ্যমান ৩০ হাজার কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০২৬ সালের মধ্যে ১ লক্ষে উন্নীত করা;

২.৪.৪ দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে আন্তর্জাতিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অংশীদার হিসাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে বিদেশে রপ্তানি করা;

২.৪.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে স্বল্প সুদে ঋণসহ অন্যান্য প্রণোদনা ও শুল্কহারের সুবিধা প্রদান;

২.৪.৬ পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারীভিত্তিক বৃহৎ ও অত্যাধুনিক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতে শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ডে "গ্রীন টেকনোলজি" পদ্ধতির সুসমন্বয়করণ;

২.৪.৭ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের দুর্যোগ ও ঝুঁকি নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় অন্তরায়গুলো চিহ্নিতকরণ, নিরসন ও মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৪.৮ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয়পূর্বক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ;

২.৪.৯ সরকারের সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যাপকভাবে অংশীদারিত্বভিত্তিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

২.৪.১০ সরকারের উন্নয়নমূলক বৃহৎ (মেগা) প্রকল্পে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

অধ্যায়-৩

বাস্তবায়ন কৌশল

৩.১ কর্মকৌশল

এ নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনে নিম্নরূপ চারটি সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করা হবে এবং উক্ত কৌশলসমূহের আলোকে কতিপয় মৌলিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৩.২ কৌশল

৩.২.১ **অংশীদারিত্ব:** এ শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে, সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য অংশীজন বিশেষতঃ ব্যক্তিখাত এবং এ শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবি ও প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও ভূমিকাকে উৎসাহিত করা হবে। বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালায় ব্যক্তিখাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী এ নীতিমালার উদ্দেশ্য অর্জনেও ব্যক্তিখাত মূল ভূমিকা পালন করবে।

৩.২.২ **সক্ষমতা বৃদ্ধি:** বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে এ শিল্পের গুণগত বিকাশের বিকল্প নেই। এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। টেকসই গুণগত বিকাশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সমর্থন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের অধিকতর সক্রিয় ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী তথা প্রকৌশলী, নৌ-স্থপতি এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

৩.২.২.১ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে প্রতিটি শিপইয়ার্ডের নিজস্ব SWP (Standard Working Procedure) প্রণয়নে গুরুত্ব আরোপ করা এবং এর ব্যবহার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে।

৩.২.২.২ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি গঠনের মাধ্যমে দেশীয় ব্র্যান্ড সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হবে।

৩.২.৩ **বাজার সম্প্রসারণ:** যে কোন শিল্পের বিকাশ ও স্থায়ীত্ব সংশ্লিষ্ট শিল্পের পণ্যের বাজারের পরিধি ও বিপণন সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পণ্য যেন সহজে এবং টেকসইভাবে বিপণন করা যায় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষতঃ উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সহজে বিপণন করার সুযোগ তৈরির প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে। পণ্য রপ্তানিতে ব্যক্তিখাতের মুখ্য ভূমিকা থাকবে এবং বাজার সম্প্রসারণে সরকার সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

৩.২.৪ **ব্যাংকিং সহায়তা:** জাহাজ নির্মাণ শিল্পের স্থায়িত্ব ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থের/মূলধনের বিপরীতে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদে পরিশোধের সুবিধা প্রদানের নীতিমালা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হবে। ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানে স্বল্প খরচে সার্বভৌম ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু সুবিধা প্রণয়নসহ ব্যাংক গ্যারান্টি, দরপত্র জামানত গ্যারান্টি, পারফরমেন্স গ্যারান্টি, লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদি (Non-Funded Facility) এর জন্য একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের নন-ফান্ডেড তহবিল সঞ্চিত হিসেবে মজুদ রাখার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতিমালার প্রণয়ন করা হবে।

অধ্যায়: ৪

প্রণোদনা

৪.১ **রাজস্ব সহায়তা**

৪.১.১ অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী জাহাজসহ বিভিন্ন ধরনের নৌযান ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন;

৪.১.২ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানের জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.১.৩ গুনগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতে সময়োপযোগী মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১.৪ রপ্তানী উন্নয়ন, পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ রপ্তানির এবং নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৪.১.৫ জাহাজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ৫৫০০ (DWT) বা ১০০ মিটার দৈর্ঘের নিচে সকল ধরনের জাহাজ আমদানী নিষিদ্ধকরণ;

৪.১.৬ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ তহবিল গঠন;

৪.১.৭ অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ একাডেমি চালুকরণ;

৪.১.৮ জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্বাচন করে প্রকৃত উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দকরণ;

৪.১.৯ প্রতিযোগী দেশগুলোর অনুরূপ বিনিয়োগ বান্ধব নানাবিধ আর্থিক সুবিধা প্রদান;

৪.১.১০ পরিবেশ সুরক্ষা ও শ্রমবান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি গ্রীন হাউজ গ্যাস ও সালফার-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদান;

৪.১.১১ নারী উদ্যোক্তা ও দক্ষ জনবল তৈরীতে সকল প্রকারের প্রণোদনা প্রদান;

৪.১.১২ অংশীদারিভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বৃহৎ জাহাজ নির্মাণকারী বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্টকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

৪.১.১৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিক মূল্যায়ন পূর্বক সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান;

৪.১.১৪ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;

৪.১.১৫ সুনীল অর্থনীতি (ব্লু-ইকোনমি) সুবিধা কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.১.১৬ সরকারের উন্নয়ন মূলক বৃহৎ প্রকল্পসমূহের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিকস সাপোর্টে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান;

৪.১.১৭ ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক নিরসনের সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ;

৪.১.১৮ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী তথা প্রকৌশলী, নৌ-স্থপতি এবং শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা হ্রাস করা ও স্বস্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

৪.২ আর্থিক বিনিয়োগ ও প্রণোদনা

৪.২.১ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য অপরিহার্যভাবে নদী অথবা সমুদ্র তীরভূমি ব্যবহার করা প্রয়োজন। স্থানীয় জেলা, ভূমি প্রশাসন/বিআইডব্লিউটিএ/নৌপরিবহন এ বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এ শিল্পের অগ্রগতি সহায়ক সহজশর্তে দীর্ঘমেয়াদী তীর ভূমি ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২.২ জাহাজ নির্মাণে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের অনুরূপ বিনিয়োগকৃত চলতি মূলধন ঋণসহ সকল প্রকার ঋণের সুদের হার নিম্নতম পর্যায়ে রাখা হবে।

৪.২.৩ ঋণ পরিশোধের সময়কাল দীর্ঘ মেয়াদি নির্ধারণ;

৪.২.৪ সরকারের চলমান উন্নয়নের ধারায় অংশীদার হিসাবে জাহাজ নির্মাণে সম্পৃক্ত শিপইয়ার্ডগুলোকে অধিকতর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য চলতি মূলধনের সাথে সরকারি/বেসরকারি অর্থায়নে বিশেষ তহবিল গঠন এবং স্বল্প সুদে অর্থায়ন;

৪.২.৫ সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে বর্তমানে নিয়োজিত বা রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণকারী শিপইয়ার্ডগুলোকে ট্যাক্স হলিডে সুবিধা প্রদান;

৪.২.৬ জাহাজ ও জাহাজ সম্পর্কীয় অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানিতে সরকার প্রদত্ত বিদ্যমান নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখা এবং পরিমাণ বিদ্যমান হার থেকে বর্ধিতকরণ;

৪.২.৭ জাহাজ ও জাহাজ সম্পর্কিত অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানিতে সরকার প্রদত্ত নগদ সহায়তা কর্মসূচী অব্যাহত রাখা;

৪.২.৮ জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে রপ্তানির বিপরীতে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অন্যান্য রপ্তানি শিল্পের ন্যায় বিশেষ সুবিধা প্রদান;

৪.২.৯ আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য মেলাসমূহে অংশগ্রহণে সহায়তাকরণ;

৪.২.১০ আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী দেশীয় শিপইয়ার্ডগুলোকে সমুদ্রগামী জাহাজ, ড্রেজার, ফিশিং ট্রলার, টাগবোট, ফেরি ইত্যাদি নির্মাণের বিপরীতে অন্যান্য জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিযোগী দেশের অনুরূপ নগদ সহায়তা প্রদান;

৪.২.১১ সুনীল অর্থনীতিতে (ব্লু-ইকোনমি) জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক বিনিয়োগ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ।

৪.২.১২ জাহাজ রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে বাণিজ্য, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস ও মিশনসমূহ কার্যকর দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৩ নীতিগত/প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা

৪.৩.১ বিদ্যুৎ. জ্বালানি, গ্যাসসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণ;

৪.৩.২ সিআইপি পদমর্যাদা, রপ্তানি ও শিল্প পদক প্রদানের অন্তর্ভুক্তকরণ;

৪.৩.৩ মূলধন বাজারকে শক্তিশালীকরণ;

৪.৩.৪ এ খাতের জন্য বিশেষ অঞ্চল তৈরি করে আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান;

৪.৩.৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য Alternate Dispute Resolution (ADR) কর্মসূচি গ্রহণ;

৪.৩.৬ পরিবেশ আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুসরণে সবুজ উৎপাদনশীলতায় উদ্বুদ্ধকরণে এই খাতের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা;

৪.৩.৭ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মাধ্যমে সংযোগ শিল্পের সাথে ব্যবসায়িক ভারসাম্য বজায় রাখা;

৪.৩.৮ বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা অব্যাহত রাখা;

৪.৩.৯ বিদেশী দক্ষ জনশক্তি নিয়োগপূর্বক স্থানীয় শিল্পের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকনোলজি ট্রান্সফারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন।

৪.৩.১০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজার উন্নয়ন;

৪.৩.১১ সবুজ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা অনুসরণকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৪.৩.১২ সরকারি উদ্যোগে বিদেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তিকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ;

৪.৩.১৩ পরিবেশ বান্ধব শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান;

৪.৩.১৪ জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতের ব্যবস্থাপনাজনিত দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন।

৪.৩.১৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ।

৪.৪ বাণিজ্য সহায়তা

বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ২০,০০০ টন ধারণ ক্ষমতা পর্যন্ত জাহাজসহ অন্যান্য জলযানসমূহ যেমন: কার্গোজাহাজ, তেলবাহী জাহাজ, কন্টেইনার জাহাজ, বাল্কক্যারিয়ার, টাগবোট, অফসোরড্রেজার, পেট্রলভ্যাসেল, ফিশিং ট্রলার, সার্ভে ভ্যাসেল, প্যাসেঞ্জারফেরি, প্যাসেঞ্জারশীপ, LCT (ল্যান্ডিং ক্র্যাফট ট্যাংক), পোর্টইউটিলিটি ইত্যাদির রপ্তানি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গুণগতমান বজায় রেখে কম খরচে বাংলাদেশে নির্মাণ করা সম্ভব এমন জাহাজ নির্মাণে স্বদেশি পণ্যের ব্যবহারে অগ্রাধিকার (Domestic Preference) প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।

৪.৫ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি কার্যক্রম

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নে সহযোগী শিল্প হিসেবে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রণোদনা গাইড লাইন তৈরি করা হবে।

অধ্যায়: ৫

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উদ্যোক্তা উন্নয়ন

৫.১ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে স্থান করে নেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষ ও সৃজনশীল জাহাজ নির্মাণ কারিগর এবং দক্ষ ও উদ্যমী উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন জাহাজের নকশা তৈরির উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রশিক্ষণ ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

৫.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন গবেষণা, নকশা প্রণয়নে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা, নকশা উন্নয়ন এবং নকশা সম্পদ সংগ্রহ, কারিগরি বিন্যাসে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.৪ বিশ্ব বাজার সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সংযোগ স্থাপনের (উদ্যোক্তা ও রপ্তানিকারকদের) ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ট্রেডবডিসমূহ থেকে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.৫ জাহাজ নির্মাণ শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমাণ নিশ্চিতকরণের জন্য মানদন্ডসমূহের প্রতিপালন, ব্যবসা কার্যক্রম ও ব্যবসা পদ্ধতির উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.৬ জাহাজ নির্মাণ শিল্পখাতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগত্তর পরামর্শ প্রদান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (বিআইএম), বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমন্টসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৫.৭ দেশীয় শিপইয়ার্ডে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণে দেশীয় জাহাজ পরিচালনাকারী কোম্পানী বা মালিকগণের আগ্রহ ও চাহিদা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রচারমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.৮ দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের যথাযথ বিকাশে মেরিন ইন্স্যুরেন্সসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইন্স্যুরেন্স সুবিধা নিশ্চিতকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.৯ শিক্ষিত ও দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

৫.১০ এ শিল্প খাতে শ্রম আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের কর্মরত জনবলের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সেইফটি গিয়ার এর ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

অধ্যায় ৬

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

৬.১ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পরিষদ থাকবে, যা নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে। এ সমন্বয় পরিষদ জাহাজ নির্মাণ শিল্প সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০১।	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২।	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
০৩।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪।	সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫।	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৬।	নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
০৭।	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮।	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১০।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১।	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩।	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫।	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭।	সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১৮।	উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বুয়েট)	সদস্য
১৯।	অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	সদস্য
২১।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন	সদস্য
২২।	মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর	সদস্য
২৩।	ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
২৪।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
২৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ শিপ বিল্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৬।	সভাপতি, এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (এইওএসআইবি)	সদস্য
২৭-২৮।	সরকার কর্তৃক মনোনীত জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য
২৯।	যুগ্ম সচিব (নীতি)/উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

৬.২ পরিষদের কার্যপরিধি

৬.২.১ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদ জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে এবং নীতি বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা হলে তা সমাধান কিংবা সমাধানের সুপারিশ করবে।

৬.২.২ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৬.২.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীতি/সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

৬.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ

জাহাজ শিল্প উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাহাজ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করা হবেঃ

১	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন	সদস্য
১০	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১১	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১২	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
১৩	সভাপতি, এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৪	সভাপতি, বাংলাদেশ শিপ বিল্ডার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৫-১৬	দুই জন বিশিষ্ট জাহাজ নির্মাণ শিল্প উদ্যোক্তা	সদস্য
১৭	উপসচিব (নীতি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

বাস্তবায়ন পরিষদের কার্যপরিধিঃ

৬.৩.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা আহবান করা যাবে।

৬.৩.২ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ এই শিল্প খাতের বর্তমান শ্রমবাজার, কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, অর্থায়ন, প্রণোদনা, তহবিল যোগান সর্বোপরি প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৬.৩.৩ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় পরিষদকে অবহিত করবে।

৬.৩.৪ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি শাখা এ পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৬.৩.৫ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে বা আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৬.৪ কারিগরি কমিটি

বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস) এর নেতৃত্বে কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে রাখা হবে।

৬.৫ কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকর নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অন্যান্য বিভাগ, এসোসিয়েশনসহ সকলের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৬ কার্যকর

এ নীতিমালা গেজেট প্রকাশের তারিখ হতে আগামী ০৫ বছরের জন্যে কার্যকর থাকবে এবং এ শিল্প খাতের উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে হালনাগাদ করা যাবে।

পরিশিষ্ট-১

জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবেঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী/বিভাগ/সংস্থা/অন্যান্য	বাস্তবায়ন কাল
১।	জাহাজসহ নানাবিধ নৌপরিবহন সামগ্রী উৎপাদন (৪.১.১)	আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও গুণগত মান উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০২১-২০২৬
২।	উন্নয়নমূলক মেগা প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিক সাপোর্ট (৪.১.১৬)	সরকারের উন্নয়ন মূলক বৃহৎ প্রকল্পসমূহের ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও লজিস্টিকস্ সাপোর্টে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	২০২১-২০২৬
৩।	রপ্তানি উন্নয়ন (৪.১.৪)	পণ্য উৎপাদন আধুনিকায়ন/ বহুমুখীকরণ/ সম্ভাবনাময় বাজার চিহ্নিত করণ/নতুন বাজার তৈরী/মেলাসহ নানাবিধ আন্তর্জাতিক ইভেন্টে/ টেন্ডারসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা/দ্বি-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক চুক্তি/নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/অধিভুক্ত বিভাগ/সংস্থা/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/দূতাবাসসমূহ/ বেসরকারি বাণিজ্যিক সংগঠন/WTO সহ আন্তর্জাতিক/ আঞ্চলিক সংগঠন	২০২১-২০২৬

ক্রঃ নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী/বিভাগ/সংস্থা/অন্যান্য	বাস্তবায়ন কাল
৪।	পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন/ নিশ্চিতকরণ (৪.১.৩)	আন্তর্জাতিক মান/দেশীয় মান নিশ্চিতকরণে IACS/ পরিবেশ/স্বাস্থ্য/নিরাপত্তাসহ সকল ধরনের সনদ ও ছাড়পত্র গ্রহণ/প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ	শিল্প মন্ত্রণালয় / নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় / বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/বিএসটিআই/পরিবেশ অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ অন্যান্য	২০২১-২০২৬
৫।	রপ্তানিমুখী ও স্থানীয় শিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা/প্রণোদনা (৪.২.২, ৪.২.৯)	সহজ শর্তে চলতি মূলধন ঋণসহ সকল প্রকার ঋণ প্রদান/সুদের হার হ্রাস/বিশ্ব মন্দায় ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ মওকুফ/ব্লক একাউন্ট সৃষ্টি/মরেটরিয়াম সুবিধা/বিশেষ তহবিল গঠন/ভর্তুকি প্রদান/বিমার প্রিমিয়াম খরচে ভূর্তকি/বিদেশি অর্থের বিনিয়োগ/নন-ফান্ডেড ব্যাংক তহবিল সিঙ্কিতকরণ/নগদ সহায়তা বৃদ্ধি	অর্থ বিভাগ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন/বাংলাদেশ ব্যাংক/বেসরকারি সংগঠনসমূহ	২০২১- ২০২৬
৬।	আমদানিকৃত কাঁচামাল/যন্ত্রপাতিতে শুল্ক করে বিশেষ সুবিধা (৪.২.৯)	অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী জাহাজসহ বিভিন্ন ধরনের নৌযান ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনে কর ও শুল্ক অব্যাহতি/কর অবকাশ ও অবচয়/ মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার/হ্রাস/যৌক্তিককরণ	অর্থ বিভাগ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২০২১-২০২৬
৭।	সংযোগ শিল্প/উপখাত (৪.৫)	জাহাজ শিল্পে অংশীদার/সংযোগ শিল্প খাতে স্বল্প সুদে সহজ কিস্তিতে ঋণ প্রদান/শুল্ক/করমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ/জামানতবিহীন ঋণ প্রদান/প্রশিক্ষণ/ প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ	অর্থ বিভাগ/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/নৌপরিবহন অধিদপ্তর/বেসরকারি সংগঠন।	২০২১-২০২৬
৮।	নারীসহ দক্ষ জনশক্তি তৈরী ৪.১.১১	বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউটে জাহাজ নির্মাণে সংশ্লিষ্ট বিভাগ খোলা/কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা/বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা/ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করায় সরকারী সহযোগিতা বৃদ্ধি ও নারী উদ্যোক্তা ও কর্মীদের বিশেষ কোটা সংরক্ষণকরণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/শিল্প মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/প্রশিক্ষণ একাডেমি	২০২১-২০২৬

ক্রঃ নং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী/বিভাগ/সংস্থা/অন্যান্য	বাস্তবায়ন কাল
৯।	নির্ধারিত অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (৪.১.৮, ৪.৩.৪)	বিদ্যমান জাহাজ নির্মাণ শিল্প এলাকার বাইরে উপকূলীয় অনগ্রসর অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশ সাধনকল্পে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণকরতঃ জাহাজ নির্মান অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)/ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/ শিল্প মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা	২০২১-২০২৬
১০।	পরিবেশ সুরক্ষা (৪.১.১০)	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন প্রতিপালন/জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন/ভূমি ও পানি দূষণ রোধ, নদী ও জলাভূমির জীব বৈচিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সচেতনা বৃদ্ধিরকার্যক্রম গ্রহণ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর / শিল্প মন্ত্রণালয় / বিএসইসি / নৌপরিবহন অধিদপ্তর/ জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ /সংশ্লিষ্ট বিভাগ/বেসরকারি সংগঠন	২০২১-২০২৬
১১।	অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিকায়ন (৪.১.১৪)	জাহাজ নির্মাণ/মেরামত ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন/প্রয়োগ অনুসরণ/অনুমোদন/গবেষণা/শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ভেঞ্চার/বিনিয়োগ উৎসাহিত করা	শিল্প মন্ত্রণালয়/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বন্দর কর্তৃপক্ষ/ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২০২১-২০২৬
১২।	দক্ষতা বৃদ্ধি (৫.৯)	দক্ষ কর্মী বাহিনী সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ/অধ্যয়ন গবেষণা/ কর্মশালা/প্রয়োগিক কর্মসূচি গ্রহণ	অর্থ বিভাগ/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/এনএসডিএ/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ /শিল্প মন্ত্রণালয় /বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর	২০২১-২০২৬
১৩।	বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন (৬.৩.২)	দক্ষতা যাচাই/জনবল সৃষ্টি/আধুনিকায়ন/বিনিয়োগ/ পরিবেশ পর্যালোচনা ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	এনএসডিএ/নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ/ বাংলাদেশ ব্যাংক/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/পরিবেশ অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা	২০২১-২০২৬